॥ ভক্তকবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক ॥

(একটি পত্র)

শ্রীঅজিতেন্দ্র সিংহ

সে আজ কমদিন হল না। ১৯৬৭ খ্রীষ্টাব্দের কথা। কতদিন হয়ে গেল। সে সময় আমার একটি ছোট কবিতার বই ছাপা হচ্ছিল। তখনকার দিনের বিখ্যাত ছোটদের মাসিক পত্রিকা 'রামধনু'র সম্পাদক অধ্যাপক ক্ষিতীন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য্যের পরামর্শমতো তাঁর দেওয়া কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিকের ঠিকানায় পাণ্ডুলিপি পাঠিয়ে কবিতার বইটির জন্য একটি ভূমিকা লিখে দিতে অনুরোধ ক'রে চিঠি দিই। চোখের পীড়ার কারণে তিনি পারেননি লিখে দিতে। কিন্তু সে কথা জানাতে ভোলেননি। একটি চিঠি দিয়েছিলেন। লিখতে কষ্ট হলেও স্বহস্তে লিখেছিলেন ঃ

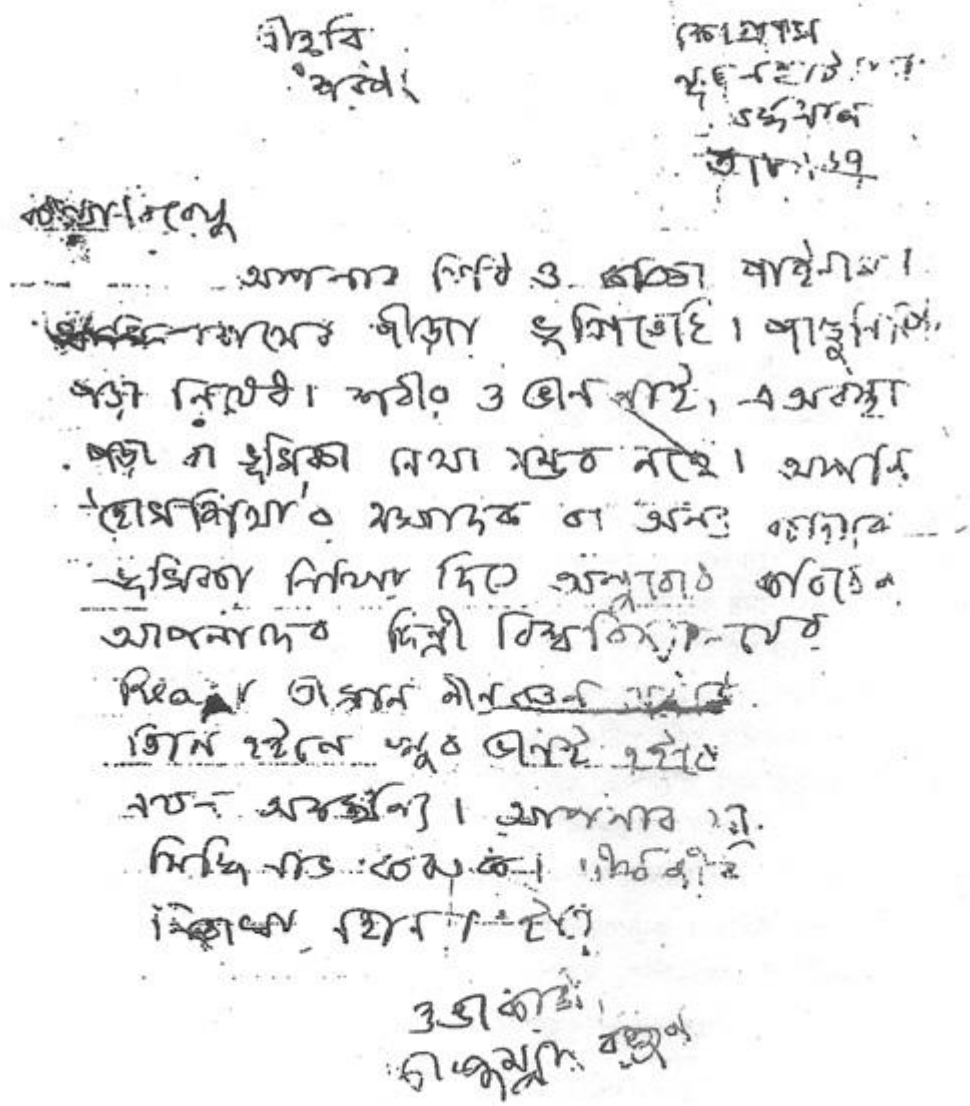

"শ্রীহরি শরণং

কোগ্রাম
নূতনহাট পোঃ
বর্ধমান
৩/৮/৬৭

কল্যাণবরেষু,

আপনার চিঠি ও কবিতা পাইলাম। আমি চোখের পীড়ায় ভুগিতেছি। পাণ্ডুলিপি পড়া নিষেধ। শরীরও ভাল নাই। এ অবস্থায় পড়া বা ভূমিকা লেখা সম্ভব নহে। 'হোমশিখা'-র সম্পাদক বা অন্য কাহাকে ভূমিকা লিখিয়া দিতে অনুরোধ করিবেন। আপনাদের দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের Reader শ্রীমান নীলরতন সেনকে বলিবেন। তিনি হইলে খুব ভালই হইবে। আমি এখন অকর্মণ্য। আপনার সাধনা সিদ্ধি লাভ করুক। দীর্ঘজীবী ও নিরাময় হোন।

ইতি—
শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক"

তাঁর এ চিঠি পড়লেই বোঝা যায় কতটা আন্তরিকতা দিয়ে লিখেছিলেন সেটি। কতদূরে থেকেও কত কাছের আত্মীয়-মানুষের মতো একজন অজ্ঞাত অখ্যাত মানুষকে চিঠিটি লিখেছেন ও আশীর্বাদ জানিয়েছেন। ছেলেবেলায় যাঁর কবিতায় "বাড়ী আমার ভাঙন ধরা অজয় নদীর বাঁকে" পড়েছি, তাঁরই কাছ থেকে এইরকম একটি চিঠি পেয়ে আমি তো আনন্দে অভিভূত হয়েছিলাম। চিঠিটি লিখেছিলেন কোগ্রাম থেকে। বর্ধমানের কোগ্রাম তাঁর স্বগ্রাম। অজয় ও কুনুর-এর সঙ্গমে কোগ্রামের বাড়ীতেই বাস করতেন।

রবীন্দ্রযুগের তিন প্রধান কবির অন্যতম কবি কুমুদরঞ্জন। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে বি.এ. পাশ ক'রে 'বঙ্কিমচন্দ্র সুবর্ণপদক' পেয়েছিলেন। মাথরুন স্কুলের শিক্ষকতায় আজীবন কাটিয়েছেন। যে অজয় নদ বান-বন্যায় অনেক সময় অনেকভাবে তাঁকে কষ্ট দিয়েছে, সেই অজয় তীরের বাস ছেড়ে তিনি কোথাও যাননি। গৃহাসক্ত পল্লীপ্রাণ বিখ্যাত সহজ সরল বৈষ্ণব-ভক্ত কবির জীবনে বৈচিত্র্য তেমন কিছু ছিল না। পল্লীপ্রীতি ছিল তাঁর জন্মগত সংস্কার। তাঁর কাব্য সৃষ্টির মূলে ছিল জন্মভূমির প্রতি, বাংলার প্রকৃতি, সংস্কৃতি ও নরনারীর প্রতি গভীর প্রেম, ফলে এই কবির রচনায় বৈরাগ্যের সহজিয়া সুর ধ্বনিত হয়েছে। যতটুকু সরস ক'রে বলা যায় ততটুকুই বলেছেন কবিতার বক্তব্যে। তাঁর কবিতা রচনা দেবার্চনার মতো। 'উজানী', 'একতারা', 'বনতুলসী', 'রজনীগন্ধা' প্রভৃতি ১৪টি কাব্যগ্রন্থ তিনি রচনা করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে 'জগত্তারিণী স্বর্ণপদক' প্রদান করেন।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ পল্লীকবি কুমুদরঞ্জন সম্পর্কে বলেছিলেন,—"কুমুদরঞ্জনের কবিতা পড়লে বাংলার গ্রামের তুলসীমঞ্চ, সন্ধ্যাপ্রদীপ, মঙ্গলশঙ্খের কথা মনে পড়ে।"[১]

কবিশেখর কালিদাস রায় লিখেছেন,—"কুমুদরঞ্জন ভক্ত কবি। ভক্তি যে প্রেমের একটি রূপ, প্রেম

১। 'সংসদ বাঙালী চরিতাভিধান' (প্রথম খণ্ড)।